যুগান্তর

তারিখ 5 FEB 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

পাঠ্যবইয়ের কাগজ লোপাটকারী ও মজুদদার ধরতে টাস্কফোর্স গঠন

র‍্যাব পুলিশের সমন্বয়ে কমিটি : প্রাথমিক টার্গেট ১৮ প্রতিষ্ঠান

মুসতাক আহমদ

পাঠ্যবই ছাপানোর জন্য দেয়া সরকারি কাগজ লোপাটকারী আর বই মজুদদারদের ধরতে র‍্যাব-পুলিশের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। তাদের কাজ ৬টি। ১৫ দিনের মধ্যে টাস্কফোর্সকে কাজ শেষ করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ স্বয়ং বুধবার ৫ সদস্যের ওই টাস্কফোর্স গঠন করেন। দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, বুধবার টাস্কফোর্সের হাতে মাধ্যমিকের পাঠ্যবই ছাপানোর কাগজ লোপাটকারী এবং বই মজুদদারদের তালিকাও তুলে দেয়া হয়েছে। এতে কাগজ লোপাটকারী হিসেবে ১৪টি, আর বই মজুদদার হিসেবে ৪টি প্রতিষ্ঠানের নাম রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, টাস্কফোর্স কালই (বুধবার) কাজ শুরু করেছে। এদিকে টাস্কফোর্স গঠনের খবরে প্রকাশকদের মধ্যে প্রভাবশালী একটি অংশ বিশেষ করে আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের সঙ্গে সখ্য রয়েছে— তারা লবিং-তদবির শুরু করেছে। এমনই প্রকাশকের তিনজনের একটি দল আজ শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথাও রয়েছে। ওই তিনজনের একজন মঙ্গলবার শেষ বিকালেও মন্ত্রণালয়ে ঘোরাঘুরি করেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। বুধবার গঠন : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

গঠন : টাস্কফোর্স

গঠিত ৫ সদস্যের টাস্কফোর্সের আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন র‍্যাবের সদর দফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন)। সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন এনসিটিবির সচিব লোকমান হোসাইন। বাকি তিনজন হলেন— এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) ড. সিরাজুল হক, মহানগর পুলিশের প্রতিনিধি হিসেবে একজন ডিসি এবং মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব আব্বাছ উদ্দিন। সূত্র জানায়, টাস্কফোর্স অভিযানে নামলে র‍্যাব এবং পুলিশের প্রয়োজনীয় ফোর্স নিয়ে নামবে।

টাস্কফোর্সকে যে ৬টি কাজ দেয়া হয়েছে তা হল— বই ছাপা ও বাজারজাতকরণে বিঘ্নকারীদের শনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, সরকারের দেয়া কাগজ কোথায় গেল বা বিক্রি হয়েছে কিনা, মজুদদারের হদিস আবিষ্কার, বাড়তি দাম গ্রহণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও কমিশন সংক্রান্ত। ১৫ দিনের মধ্যে সার্বিক ব্যাপারে কাজ শেষ করে মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবির একাধিক সূত্র জানিয়েছে, বিভিন্ন তদন্ত ও গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের আলোকে ১৮-২০টি প্রকাশনা ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের তালিকা ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছেন তারা। এর মধ্যে প্রথম দিকে রয়েছে হাসান বুক ডিপো (একাই ৩০ কোটি টাকার কাজ নিয়েছে ৬৭টি প্রতিষ্ঠানের নামে), সরকার প্রিন্টিং প্রেস, প্রমা, অনন্যা ট্রেডার্স, আবদুল্লাহ অ্যান্ড সন্স, পপুলার, মৌসুমী, সিটি প্রভৃতি মুদ্রণ এবং প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় অর্ধেকই বোর্ড বই ছাপার কাজ পেয়েছে। এবার মাধ্যমিক স্তরের জন্য মোট ২ কোটি ৬০ লাখ বই ছাপানোর আদেশ দেয়া হয়েছিল। সে অনুযায়ী বাজারে কর্ণফুলী পেপার মিলের কাগজের দাম ১৩শ' টাকা ডর্তুকি দিয়ে সরকার সাড়ে ৬শ' টাকায় দিয়েছে। ফলে বই না ছেপে কাগজ বিক্রি করে দিলেই বিনিয়োগের শতভাগ লাভ আসে। আর এ অপকর্মটিই করেছে কিছু প্রকাশক। এনসিটিবি সূত্র জানায়, তাদের অপকর্মের এখানেই শেষ নয়। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নিউজপ্রিন্টে বই ছেপেছে কিছু প্রকাশক। ফলে একদিকে যেমন সংকট তীব্রতর হয়েছে, অন্যদিকে নিম্নমানের নিউজপ্রিন্টের কাগজে ছাপানো বইয়ে ভরে গেছে বাজার। সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ছাড়াও এনসিটিবির রিপোর্টে বিষয়টি ধরা পড়েছে। সূত্র জানায়, এনসিটিবি থেকে শিক্ষামন্ত্রীকে ৪ পৃষ্ঠার যে রিপোর্ট দেয়া হয়েছে, তার 'ক' কলামে বাড়তি দামে বই বিক্রি, খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতাদের কমিশন না দেয়ার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বই ছেপেও গুদামজাত করে রাখা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে জোরপূর্বক নোট-গাইড কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে।

সরকারের সঙ্গে প্রকাশকদের চুক্তি অনুযায়ী ২১ জানুয়ারির মধ্যে সব বই বাজারে আসার কথা। কিন্তু আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় সময় বাড়িয়ে তা ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত উত্তীর্ণ করা হয়। এরপরও আজ পর্যন্ত সব বই বাজারে আসেনি। সর্বশেষ মঙ্গলবার সব প্রকাশককে ডেকে শিক্ষামন্ত্রী ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সব বই বাজারে ছাড়ার চূড়ান্ত সময় বেঁধে দিয়েছেন।

মাধ্যমিকের মোট ৭৬টি বইয়ের মধ্যে বাংলা, ইংরেজি, গণিতসহ ১৪টি বই প্রথম কিস্তিতে ৯৪ লাখ, দ্বিতীয় কিস্তিতে ৩৮টি বইয়ের ৯০ লাখ এবং তৃতীয় কিস্তিতে ২৪টি বইয়ের ৭৬ লাখ কপি বাজারে ছাড়ার কথা ছিল।